Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.309
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya,
Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 9th Issue 21st, 26th Sept., 2022, Rs. 700/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
৯ ম বর্ষ ও ২১ তম সংখ্যা
২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২
সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৭০০ টাকা

পুরুলিয়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

নীলাঞ্জন চাকী
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
ছাতনা চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া

সারসংক্ষেপ: পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমের সর্বশেষ জেলা পুরুলিয়া ১৯৫৬ সালে ১লা নভেম্বর মানভূম জেলা ভেঙে গঠিত হয়। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে এই জেলা মূলত কোল সংস্কৃতির 'হড়মিতান' সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও সভ্যতার অংশ। তাই ঔপনিবেশিক আমলের প্রথম ভাগ থেকেই এখানে বিভিন্ন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন যথা- চুয়াড় বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষজন নেতৃত্ব প্রদান করে। পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে মানভূম জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিভিন্ন ঔপনিবেশিক সরকার বিরোধী আন্দোলন সারা মানভূম জেলা জুড়ে সংগঠিত হতে থাকে। ১৯৪৬ সালের পর থেকে শুরু হয় 'বঙ্গভুক্তি আন্দোলন'। বিধানচন্দ্র রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারকে যুক্ত করে 'পূর্বপ্রদেশ' নামক নতুন প্রদেশ গঠন করে হিন্দিভাষা চালু হবে ঠিক করলে আবার আন্দোলন শুরু হয়। বাংলাভাষাকেই মাতৃভাষার মর্যাদারক্ষা করার জন্য শুরু হয় 'টুসু সত্যাগ্রহ'। তথাপি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, লোকসেবক সংঘ ও অন্যান্য সংগঠন মিলিতভাবে রাজ্য পুনগর্ঠন কমিশনের কাছে মেমোরেণ্ডাম পেশ করলে পুরুলিয়ার ১৯৫৬ সালে বঙ্গভুক্তি ঘটে।

সূচক শব্দ : জঙ্গল মহল, হড়মিতান, ক্ষত্রিয়করণ

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলির মধ্যে জঙ্গলাকীর্ণ অনুর্বর ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে পুরুলিয়ার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের অনুন্নত জেলা পুরুলিয়া মানভূম জেলা থেকে বিভক্ত হয়ে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর গঠিত হয়।[১]- ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্বাংশ হিসাবে গড়ে ওঠার দরুণ এই অঞ্চল ভৌগোলিক দিক থেকে পাহাড় ও জঙ্গল অধ্যুষিত। তবে মধ্যযুগে এই ছোটনাগপুর অঞ্চল মানভূম, শিখরভূম ও বরাভূম এই তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিলো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই তিনটি রাজ্য নিয়ে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে 'জঙ্গলমহল' জেলা তৈরি করা হয় এবং পরবর্তীকালে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ধলভূম, ধানবাদ, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার পশ্চিমের কিছু অঞ্চল নিয়ে মানভূম জেলা গঠিত হয় যার সদর কার্যালয় ছিলো মানবাজার। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে আবার সদর কার্যালয় পরিবর্তন করে পুরুলিয়াতে করা হয়। ১৮৭৯ সালে মানভূম জেলাকে আরও বিভক্ত করে আয়তন কমিয়ে শুধুমাত্র পুরুলিয়া ও ধানবাদ দুটি